তারিখ 29 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

4

কানসোনার মুখ

একজন শিক্ষক : নিজের অংকই যার মেলে না

জামতৈল স্কুলের শিক্ষক জনাব আবদুল হাকিম খানের বাড়ী কানসোনা গ্রামে। ষাট বছর বয়সের এই শিক্ষক তাঁর নিজের ভাষায় 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট পাস।' এই বয়সেও সাইকেল ছুটিয়ে জামতৈল যাতায়াত করেন।

দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করে এসে আজ হাকিম খানের অংকই মেলে না। বছরখানেক আগে মাত্র চারশ' টাকা বেতন পেতেন। এখন সরকারীকরণের পর এগারো শ' মতো পাচ্ছেন; তা-ও নিয়মিত নয়। আর সাত ছেলেমেয়ের সংসারে ঐ অল্প টাকায় কী-ই বা হয়? দু'বেলা খাবার মতো চালের টাকাটাও আসে না বেতন থেকে। জমি আছে বিঘা পাঁচেক, বর্গা দিতেন, ফসল আসতো কিছু, কিন্তু অভাবের কারণে সে জমি থেকে দু'বিঘা ইতিমধ্যেই বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কাজ দিয়ে যার যৌবন শুরু, তিনি পিতার সূত্রে পাওয়া জমি বর্গায় আবাদ করতে দিয়ে জামতৈল স্কুলে যোগ দিলেন।

মানুষকে শিক্ষিত সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন আবদুল হাকিম খান। সেজন্যেই বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতার মতো মহান পেশা। কিন্তু তাঁর ক্ষোভ, এতেও ঢুকেছে দুর্নীতি। 'গ্রান্ট' তোলার জন্যে ওপরে টাকা দিতে হয়। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আরো কিসব ব্যাপার স্যাপার ঘটছে, তারও কিছু কিছু বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কানে এসে পৌঁছায়। হাকিম খান লজ্জা পান, দুর্বল হয়ে পড়েন, কখনও বা ঘৃণা হয়, কিন্তু উপায় কি?

আরো অনেক কিছু মেনে নিতে হয় তাঁকে। যার স্বপ্ন ছিলো সচেতন সমাজ গড়বেন, গড়বেন সুস্থ সুন্দর মানুষ---কিন্তু সমাজ-সময়-পরিস্থিতি অসুস্থ করে তুলেছে তাঁকে। উচ্চ শিক্ষিত এক ছেলের সাথে তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন নগদ চার হাজার টাকা: ধারকর্জ করে, একখণ্ড জমি বন্ধক রেখে। কিন্তু বিয়ের আসরে কথা ছিলো নগদ টাকার যৌতুক ছাড়াও জামাইকে চাকরি জুটিয়ে দিতে হবে। চাকরির আক্রার বাজারে তা সম্ভব হয়নি। সে কারণে বিবাহিতা মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে পিতার গৃহে।

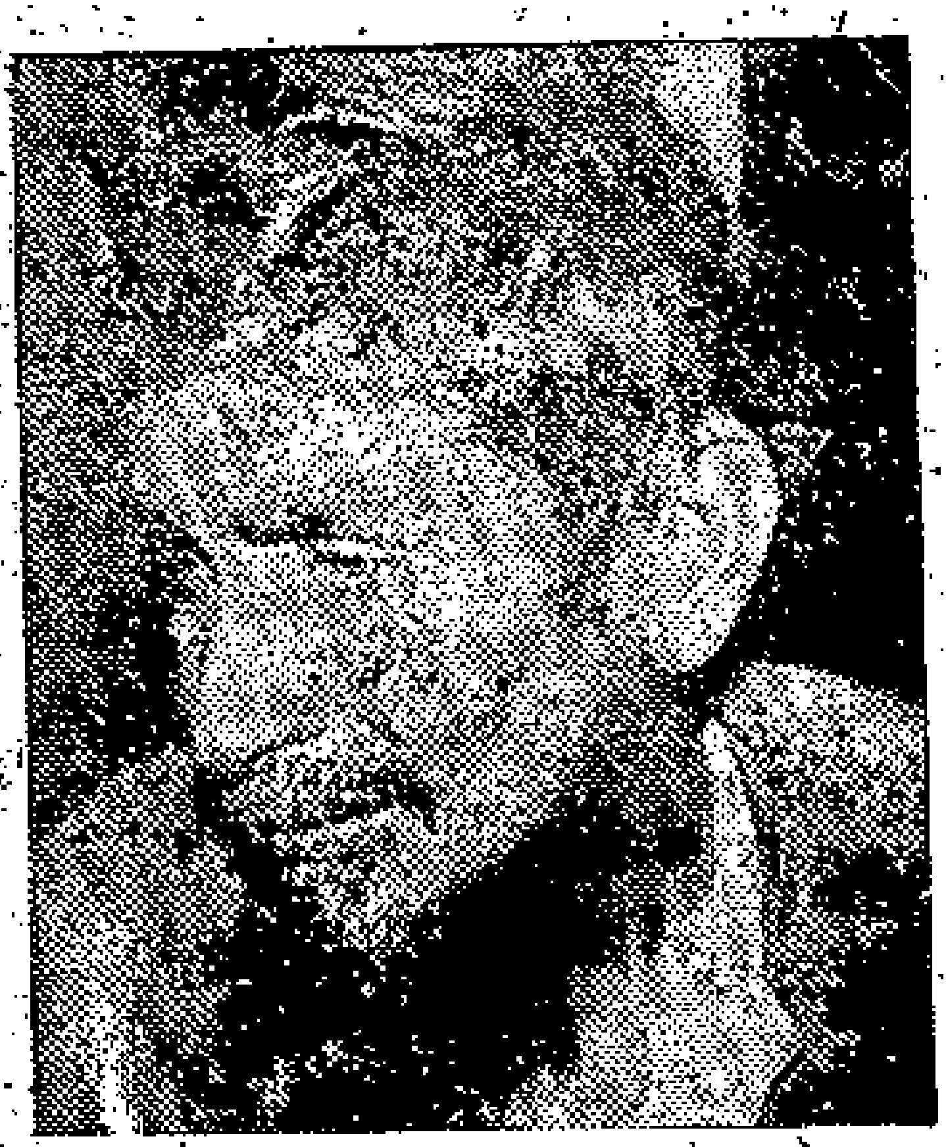

কানসোনার শিক্ষক জনাব আবদুল হাকিম খান। ---সংবাদ

আবদুল হাকিম খান যখন বিয়ে করেন, তখন নিজে যৌতুক তো নেননি বরং কনেটিকে ঘরে এনেছিলেন পণ দিয়ে। আজ দিন পাল্টেছে, যৌতুক কিংবা বিভিন্ন ওয়াদা বিড়ম্বিত করে তুলেছে হাকিম খানদের, তার মেয়েদের। 'শিক্ষিত' জামাই তার যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন বৃদ্ধ শিক্ষকটি সাইকেল চালিয়ে জামতৈল স্কুলের দিকে যেতে থাকেন, একপাল ছেলেমেয়েকে পড়ানোর জন্যে,---তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য।

---মোনাজাতউদ্দিন